টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—**সদরঘাট** * ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল,
রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল,
পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

★

সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল
মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৪৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮শে চৈত্র, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
১১ই এপ্রিল, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

নিবিড় শিল্প পরিকল্পনায় কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রসার অভিযান

[নিজস্ব প্রতিনিধি]

বহরমপুর, ৯ই এপ্রিল—মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রামীণ শিল্প প্রকল্পের নিবিড় শিল্পায়ন অভিযানের শেষ দিনে আজ গ্র্যাণ্ট হলে স্কীম পরীক্ষা ও অনুমোদন, কিস্তিবন্দীতে যন্ত্র খরিদের দরখাস্ত অনুমোদন এবং ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প নথীভুক্ত করণের কাজ শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানে স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ সারভিস ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টার, পঃ বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে গ্রামের সাধারণ মানুষ সকলেই আগ্রহের সঙ্গে যোগ দেন। গ্রামবাসীদের মধ্যে কেউ এসেছিলেন নৌকার কারখানা, তাঁত শিল্প, কাঁচামালের জন্য আবার কেউ কেউ এসেছিলেন রেশম শিল্প ও খাতা বাইণ্ডিং-এর কারখানা খোলার অনুমতির জন্য অবশ্য তাঁদেরকে নিরাশ হতে হয়নি।

ভারত সরকারের ক্ষুদ্র শিল্প সহায়ক সংস্থা এবং পশ্চিমবঙ্গের কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প স্থাপনে ও সম্প্রসারণের নিবিড় অভিযান অনুষ্ঠানে গতকাল রাজ্যের কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগ এবং সরকার পরিচালিত সংস্থা বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅতীশ সিংহ তাঁর ভাষণে বলেন যে, যুবকদেরকে সিনেমা এবং রাজনীতির আলোচনা ছেড়ে শিল্প স্থাপন এবং প্রসারে সচেষ্ট হতে হবে। রাজ্যের কুটীর ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণ করতে হবে, নতুন শিল্প স্থাপন করতে হবে এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বিপণন কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, এই জেলাকে কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রোজেক্টের আওতায় আনা হয়েছে এবং একটি 'সেল' খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ফরাক্কাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তাঁত শিল্পে সংকট প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সরকার এই সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন। শীঘ্রই এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার বলেন যে শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উন্নতিবিধানেও সচেষ্ট হতে হবে। ব্যাঙ্কের জনৈক প্রতিনিধি জানান যে শিল্প স্থাপন ও সম্প্রসারণের ব্যাপারে ব্যাঙ্কগুলি সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করবে। বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রতিনিধি বলেন যে, বিদ্যুৎ প্রতিটি শিল্পেরই অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই রাজ্যে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তবে যতদূর সম্ভব তাঁরা এই প্রচেষ্টাকে সাহায্য করবেন। ডিরেক্টর, জয়েণ্ট ডিরেক্টর এবং বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা বলেন যে, গ্রামের আগ্রহী বেকারদের

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নিমতিতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের অভিযোগ

নিমতিতা, ৭ই এপ্রিল—নিমতিতা গৌরসুন্দর দ্বারকানাথ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে স্থানীয় অভিভাবকগণ সম্প্রতি দুর্নীতির কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। তাঁরা তাঁদের অভিযোগ সম্বলিত একটি স্মারক-লিপি গত ২রা মার্চ মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শিকা শ্রীমতী শান্তিলতা দাসকেও দিয়েছেন।

প্রকাশ, ঐ দিন শ্রীমতী দাস বিদ্যালয় পরিদর্শনে এলে অভিভাবকদের একটি প্রতিনিধিদল অত্যধিক ডেভেলপমেণ্ট ফি, লাইব্রেরী ফি, ফারনিচার ফি, এনহ্যান্স্‌ড্‌ ডি, এ (যদিও বর্তমানে অন্য কোন বিদ্যালয়ে এই ডি, এ আদায় করা হয় না) আদায়, কসান মানি ফেরতদানে গাফিলতি এবং প্রচলিত নিয়মকানুনকে অগ্রাহ্য করে মহঃ সালামকে শিক্ষকপদে নিয়োগ সম্বলিত স্মারকলিপিটি পেশ করতে গেলে তিনি প্রথমে গ্রহণে আপত্তি জানালেও পরে নিতে বাধ্য হন। তাঁরা শ্রীমতী দাসের কাছে আরও অভিযোগ করে বলেন যে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রায় ছয় বৎসরের আদায়কৃত ডেভেলপমেণ্ট ফি-র কোন হিসাবপত্র পেশ করেননি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মহঃ সালামকে শিক্ষকপদে নিয়োগের বিরুদ্ধে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য শ্রীঅরুণকুমার মুখার্জীর আবেদনক্রমে জঙ্গিপুর মুন্সেফী আদালতের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ আছে। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এই বিদ্যালয়ের দুর্নীতি দূরীকরণে এগিয়ে না আসায় স্থানীয় জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

এই অবক্ষয় হইতে পরিত্রাণ কোথায় ?

শিক্ষিত বেকার যুবকেরা কর্ম-সন্ধানে আর ঘোরাঘুরি করেন না। তাঁহারা জানিয়াছেন ঘুরিয়া আর লাভ নাই ; কাজের কোন হদিস মিলিবে না। তারুণ্যের দাবীকে কর্মহীন জীবনে অবদমিত রাখার মত বিড়ম্বনা আর কিছু নাই। কর্মোন্মাদনা যে সময়ে শিরায় শিরায় বহিয়া চলে, তখন অলস-দিনগুলি অতিবাহিত করার দুর্ভোগ ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেহ বুঝিবে না। এই বিষজ্বালা যুবকদের দেহেমনে হাজার-লক্ষ বৃশ্চিকের দংশনের মত পরিব্যাপ্ত।

শিক্ষার্থী, যাহারা বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে রহিয়াছে, সঙ্গতভাবেই বিদ্যাচর্চার প্রতি শৈথিল্য দেখাইতেছে। পাশ করিবার মর্যাদা পাইতে নানা ঝুঁকি লইয়া চলিয়াছে। শিক্ষা তাই জীবনের অঙ্গ হইয়া পড়ে নাই, বরং সেটি এক অঙ্গব্যাধির মত পীড়াদায়ক। কেন না, এই শিক্ষা জীবনমুখী, বাস্তবানুগ হইল না ; এই শিক্ষায় জীবনের পথ গ্রহণের সুযোগ নাই।

ছাত্র, শিক্ষিত বেকার যুবকেরা আজ তাঁহাদের বাঁচিবার যে দাবী তুলিয়াছেন, তাহা মিষ্ট কথায় সাময়িকভাবে চাপা দেওয়া গেলেও স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নাই। শিক্ষা বেকার আনে —এই চিন্তা দূর করিয়া দিবার মত ব্যাপক কর্মসূচী যতদিন না দেখা যাইতেছে, ততদিন তরুণ মনের হতাশা দূর হইবে না। কাজ যেমন কর্মপ্রার্থীদের প্রয়োজন, তেমনি রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালকদেরও কার্যকরী কর্মসূচী হাতে লইতে হইবে যুবমনে আস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য।

এই সম্পর্কে অবহেলা বা দীর্ঘসূত্রিতা অথবা অপারগতায় আজ যুবসমাজের ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। রুদ্ধ-তারুণ্যের বিকৃত প্রকৃতি সকল জ্বালা ভুলিবার জন্য পানসক্তিতে নিষ্কৃতি খুঁজিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অথচ এই সব প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ সুস্থ মন পাইলে সমাজকে অভিনব অবদানে উপকৃত করিতে পারিতেন। এই তরুণেরা আধুনিক নেতৃত্ববুদ্ধি ও নেতৃত্বনীতির ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলিয়াছেন। মনের সুতীব্র খেদ তাঁহাদের পানপাত্রে প্রীতি জন্মাইতেছে। অপেক্ষাকৃত একটু কম বয়সীরাও পানভক্ত হইতেছে। এই ভক্তি সামাজিক পরিবেশধর্মানুসারে। কেন না, সাধারণের নাগালের বাহির যে আভিজাত্য ও কাঞ্চনকৌলীন্য তথা বিলাতি কৃষ্টিতে দীক্ষা, তাহাই আজ 'এটিকেট' হিসাবে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিকে মদ ধরাইয়াছে এবং বয়সনির্বিশেষে ইহা যেন এক অপরিহার্য পানীয় হিসাবে গণ্য হইতেছে। বিজাতীয় প্রভাবে এমনই সমাজের বিকার।

সখ, ফ্যাশন, জীবনের নৈরাশ্যবোধ, অলস তরুণ-জীবন—যাহাই আজ তরুণ তথা ছাত্রসমাজকে পানাসক্তির করিয়া অবক্ষয়ের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা রোধ করিবে কে ?

মাভৈঃ শার্দূল

আধুনিক কালকেতুগণ শার্দূল সম্প্রদায়ের উপর যে বিক্রম প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহার নিবৃত্তি ঘটিল। সরকার বাঘ প্রকল্প হাতে লইলেন। ব্যাঘ্রকুলকে বাঁচাইতে হইবে, ইহা জাতীয় পশু বলিয়া অধুনা পরিচিত।

ব্যাঘ্র সম্প্রদায় একদা কালকেতুর হাতে—
বজ্র মুষ্টি শিরে মারে মহাবীর। /এক ঘায়ে বাঘার ভাঙ্গিয়া পড়ে শির।—নাজেহাল হইয়াছিল। দেবী চণ্ডীর কাছে বাঘের দুঃখ-নিবেদন :

বাঘিনীর শুন কথা কালকেতু দিল ব্যথা।
স্বামীরে বধিল একবাণে।
দুইটি আছিল পো তারে বড় মায়া মো
কালকেতু বধিল পরাণে॥

দেবী বাঘকে অভয় দিলেন :

নানা রঙ্গ চিত্র গায় শোভে রেখা রেখা।
দেখিতে সুন্দর গায় চিত্রসম লেখা॥
.....
বাঘেরে সদয় হৈয়া বলেন অভয়া।
নিরাতঙ্কে অরণ্যে বসতি কর গিয়া॥
চলিল বাঘের মুটী বড় পায়্যা সুখ।
....

ইহা বিস্মৃত অতীতের কথা। সেই ব্যাঘ্রসম্প্রদায়ের বংশধরদিগকে বর্তমানে অবলুপ্তির পথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উল্লেখ প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। অবশ্যই সাধুবাদ দিতে হইবে। বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের রয়েল বেঙ্গল টাইগার সারা বিশ্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার দেহের বিরাটত্বে এবং ভয়াল-সুন্দর রূপে।

তবে সুন্দরবন যাহা এই রয়েল বেঙ্গলের আবাস-ভূমি, ক্রমশঃ এত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, রয়েল বেঙ্গল স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে কিনা সন্দেহ। সুন্দরবনের জলবায়ু ও ভূমিপ্রকৃতিবিশিষ্ট অরণ্য না গড়িলে রয়েল বেঙ্গল বাঘ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে। তবুও যে বরাভয় বাঘেরা পাইয়াছে তাহা তাহাদের কাছে সুখবর বৈকি।

পুরাতনী

সম্পাদনা : শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

দেওয়ানী মোকদ্দমায় সি. আই. ডি

জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালতে বালিয়া জেলার জনৈক ব্যক্তির বিরুদ্ধে জঙ্গিপুরের উমরাপুর গ্রামের একজন একটী হ্যাণ্ডনোটের নালিশ করিয়াছে। ঐ মোকদ্দমা বিবাদীর পক্ষে সি, আই, ডি তদ্বির করিতেছেন। সরকারী খরচে মোকদ্দমা চলিতেছে। অনেক সময়ে দেখা যায় শত্রুতা সাধন ও অন্যায্য লাভের প্রত্যাশায় বিবাদীর বাটী হইতে বহু দূরে টাকার দাবীতে মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু হইয়া থাকে। বিবাদী হাজির হইয়া বিদেশে তদ্বির করিতে পারে না মোকদ্দমা ডিক্রী হইয়া যায়। সেই ডিক্রী জারিতে বিদেশস্থ বিবাদীর সর্বনাশ করা হয়। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য নিয়ম করিয়াছেন যে দূর দেশে কাহারও উপর ঐরূপ মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু হইলে বিবাদী তাহার জেলার বা মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে পারে। অনুসন্ধানে মোকদ্দমা সন্দেহজনক অনুমতি হইলে তিনি সি, আই, ডি-কে তদ্বিরের আদেশ করিতে পারেন। সি, আই, ডি বিবাদীর নিকট ক্ষমতা পত্র লইয়া গবর্ণমেণ্টের খরচে মোকদ্দমা চালাইয়া মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে বাদীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইয়া তাহাকে দণ্ড দেওয়াইতে পারেন। দুষ্টের দমন রাজার কর্তব্য। সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য কত উপায়ই করিয়াছেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ—২৪/৪/১৩২৩ ইং ৯/৮/১৯১৬

জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস

—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

(১৮)

নাট্য আন্দোলনের ৪র্থ পর্ব শুরু হল। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বন্ধু" নাটক দিয়ে ১৯৪০ সালে। এই নাটকে অনেক নতুন শিল্পী সংগ্রহ করা হল। যথা ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ দাস (হাবু), জ্ঞানবাবু উকিল, পরমজ্যোতি ব্রহ্ম, আর, এস, পি-র বিখ্যাত নেতা অমল রায় ও রাধেশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। তাছাড়া আমাদের পুরাতন শিল্পীও কিছু কিছু ছিল। এই নাটকের ১৫ দিন পূর্বে পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায় (ঝন্টু) "P. W. D." ও "রীতিমত নাটকে"র অভিনয় করে। 'P. W. D' জঙ্গিপুর বাবুবাজারে মঞ্চস্থ হয়। আর 'রীতিমত নাটক' ম্যাকেঞ্জী হলে। যাই হোক "বন্ধু" নাটকের চরিত্রলিপি এই প্রকার ছিল প্রোঃ জ্ঞানাঞ্জন—আমি অশনি—ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত—আশুতোষ দাস, কেবলরাম—জ্ঞানবাবু উকিল, গজানন—তারাপ্রসন্ন রায়, প্রেমকুমার রাধাশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়, শেঠজী—পরমজ্যোতি ব্রহ্ম। এই নাটকে গৌরীপতির আমার পরিচালনায় প্রথম মঞ্চাবতরণ। তার শারীরিক গঠনের সঙ্গে নাটকের সংলাপের এমন চৎকার সমন্বয় দেখে সকলেই team work'র প্রশংসা করেন। হেমন্তের অভিনয়ে আশুতোষ দাস নাটকীয় মুহূর্ত্তগুলি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছিল। নাটকটী নতুন ধরণের ও প্রচণ্ড হাসির খোরাক থাকায় দর্শকেরা বেশ উপভোগ করেছিলেন। এই নাটকটী ম্যাকেঞ্জী হলে বর্ষার সময় মঞ্চস্থ হয় এবং আমরা হলে টানা পাখার বন্দোবস্ত করি।

(১৯)

১৯৪০ পেরিয়ে ১৯৪১ সালের আবির্ভাব হল। বিষ্ণুদা সেই সময় জঙ্গিপুর স্কুলে হেড্ মাষ্টার হয়ে এলেন। তিনি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে একটী নাট্য সংস্থা গঠন করেন এবং তাঁরই নিজের লেখা কয়েকখানা ছোট ছোট স্ত্রীভূমিকবর্জিত নাটক ছাত্রদের দিয়ে অভিনয় করান। বিষ্ণুদা সেই সময় ম্যাকেঞ্জি পার্কে শিক্ষা দিবসের আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে বিষ্ণুদার নিজের লেখা একখানি নাটক "বিশ্বে বিভ্রাট" তাঁর ছাত্রদের দ্বারা অভিনয় করান। এই নাটকের প্রধান প্রধান কুশীলবগণ হচ্ছে হিটলার, ষ্ট্যালিন, লেনিন ইত্যাদি। যদিও এ নাটক দেখার সৌভাগ্য আমার হয়ে ওঠেনি তবুও শুনেছিলাম নাটকখানির অভিনয় সুন্দর হয়েছিল।

(২০)

১৯৪১ সালে সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসব প্রথম আরম্ভ হয়। এই পূজা উপলক্ষে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী রাত্রে আমি থিয়েটার, যাত্রা ও বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতাম। প্রভাস সেনগুপ্তের কন্যারা কলিকাতা থেকে এসে নিজেরাই একটা unit তৈরী করে পূজার আসরে বিচিত্রানুষ্ঠানের ভার নিত। এই সব আসরে ছোট বড় মিলিয়ে ২০।২৫ খানা নাটকের অভিনয় হয়েছিল। এ পূজা এখন হয়, স্থানীয় যুবকরা নাটক অভিনয় করে থাকেন। আমি এই পূজায় ৮।১০ বৎসর সক্রিয়ভাবে লিপ্ত ছিলাম।

১৯৪২ সালে আগষ্ট আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গোপাল নাট্য মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে বহরমপুরের Reserve force party "উত্তরা" নাটক দিয়ে এখানে war charity করে। নাটকের আরম্ভের পূর্বে বিবেক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুই শিষ্যা মিস নান্‌সি ও মিস পেগী হরগৌরী নৃত্য পরিবেশন করেন। বিবেকবাবু জঙ্গিপুর S. D. T. M. কোর্টে ক্যাশিয়ার। গত ১লা এপ্রিল অবসর গ্রহণ করেছেন।

নাট্য আন্দোলনের ৪র্থ পর্ব এইখানে সমাপ্তি।

(ক্রমশঃ)

জোড়া আত্মহত্যা

পলষণ্ডা, ৩১শে মার্চ্চ গতকাল রাত্রে নবগ্রাম থানার পাচগ্রামে শ্রীবিপদ দাস (২৮) এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সাদেশ্বরী দাসী (২৩) একই সাথে বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। পারিবারিক কলহই নাকি এই মর্ম্মান্তিক ঘটনার পরিণাম বলে প্রকাশ।

॥ অথ ধূমপান সমাচার ॥

—উদয়ন চৌধুরী

নমস্কার গো দাদারা। চৌধুরী মশাইয়ের নমস্কার নিন। গত বারের 'ধূমপান সমাচারে' চায়ের দোকানে বসে বসে চারমিনার টানতে বলেছিলাম আপনাদের। কিন্তু চারমিনার আর টানবেন কি করে বলুন! দিল্লীওয়ালারা তো এক ধাক্কায় মৌজের সুখটানে টান ধরালেন। রাতারাতি প্যাকেটে পাঁচ পাঁচ পয়সা জরিমানা। কিন্তু ওঁরা বিধাননগরের খেসারত পোষাণ আর ভুঁড়িই বাড়ান —বিড়ি-ওয়ালারাদের ধন্যবাদ তাঁরা এখনও দাম বাড়াননি। ধন্যি, দাদাঠাকুরের 'তৃতীয় নেত্র'কে—আটচল্লিশ বছর পূর্বে যিনি বিড়ির ছড়ায় বলেছিলেন,

'বিড়ি কয়, সিগারেট!
গেল তোর মার্কেট,
জব্দ করিনু এবে তোরে।'

কিন্তু সত্যি সত্যি সিগারেট জব্দে পড়েছে কিনা জানি না—তবে বাজেটের বাজটা আপাততঃ আমাদের মতন ছা-পোষা লোকের মাথায় পড়েছে। তাই সিগারেটের ধোপদুরস্ত পোষাক ছেড়ে ধরুন না একটা খাকি পোষাকী বিড়ি।

—'হ্যাঁ গো কত্তা ভালো মাল আছে টানুনই না ভরসা করে—খাস অরঙ্গাবাদের দাস কোম্পানীর ঘরের জিনিস।'

চমকে উঠলাম! আরে এ যে দেখছি নেক-মহম্মদের কণ্ঠস্বর।

পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি—নেক মহম্মদ তার সেই স্বভাবসুলভ দেঁতো হাসি হাসছে।

বসেছিলাম ধুলিয়ান ডাকবাংলোর মোড়ে ফরাক্কার বাস ধরার জন্যে। কিন্তু এখানেও নেক মহম্মদের উৎপাত। —'এদিকে কোথায় গেছলে নেক?'

—'এ্যাই এট্টু বেলাল কোম্পানীর ঠেঙে। লেন গো চৌধুরী মশাই—ধরান এবার।'

হ্যাঁ মশাই, হাসবেন না কিন্তু—এতোদিন আমিই নেককে সিগারেট দিয়েছি,—আর আজ ওর হাত থেকেই বিড়ি নিয়ে ধরালাম। ব্রাভো বিড়ি—যুগ যুগ জিও।

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে হঠাৎ মাথার ধোঁয়াটে ভাবটা কাটতেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম নেকের দিকে। —'আচ্ছা বলতে পারো নেক, জঙ্গিপুর মহকুমায় বিড়ি-শিল্পটা কতো বছরের ?'

কিছুক্ষণ দাড়ির জঙ্গলে আঙ্গুল চালিয়ে ফস্ ফস্ করে জলন্ত বিড়িতে গোটা কয়েক টান মেরে নেক মহম্মদ বললে, 'শিল্প-টিল্প জানি না কত্তা, তা প্রায় দু'কুড়ি থেকে বছর তিনেক কম হবে বিড়ি বাঁধাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে—ই জেলায় সব্ব পেত্থম আমাদের অরঙ্গাবাদে।'

অতএব নেক মহম্মদের হিসেব ধরলে প্রায় ১৯৩৬-'৩৭ সাল থেকে এ জেলার বিড়ি-শিল্পের শুরু। আর অরঙ্গাবাদই এর পীঠস্থান।

—'তখন কটা কোম্পানী ছিল নেক ?' জিজ্ঞেস করি আমি। —'শোভান আল্লা!' কপালে হাত চাপড়ায় নেকমহম্মদ—'কি যে বুলেন কত্তা, কোম্পানী আবার কোথা গো—সবে তো কুল্লে তিনটে কারখানা—বিজয় সরকারের, নিবারণ দাসের আর মুল্‌জি সিক্কার।'

মনে পড়ে এবার—নিবারণ দাস আর তদীয় ভ্রাতা দুঃখুলাল দাসের কারখানাই তাহ'লে আজকের বিখ্যাত দাস কোম্পানী তথা মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী। কিন্তু বিজয় সরকারের সেই প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এখনও মিটমিটিয়ে শিবরাত্রির সলতে'র মতন তার ক্ষীণ অস্তিত্বটুকু জিইয়ে রেখেছে মাত্র। আর সেই অবাঙালী প্রতিষ্ঠান মুলজী সিক্কার অস্তিত্ব মুছে গিয়েছে।

'সে সময় বিড়ি বাঁধার হাজার প্রতি মজুরী কতো ছিল বলতে পারো নেকমহম্মদ ?' চটপট ওকে শুধাতেই। এবার অ শ্য প্রম্পট্ উত্তর—'কতো আর হবে চার আনা থেকে বড় জোর ছ'আনা।'

তবেই বুঝুন ঠ্যালা মশাই—'সেই ছ'আনার মজুরী আজ সাড়ে তিন টাকা হতে যাচ্ছে। না, না চটো না নেকমহম্মদ মাঝে ছত্রিশটা বছর অবশ্য পার হয়ে গেছে। ছত্রিশ বছরের বাহাত্তর হাল আপনারা শুনবেন নাকি দাদা! আগামী বারে শোনাবো তবে। আমি এখন আসি।

জনসভা

নিমতিতা, ৮ই এপ্রিল—গতকাল মুর্শিদাবাদ জেলা কমিউনিষ্ট পার্টির (মার্কসবাদী) ডাকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ও বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে নিমতিতা মোড়ে এক জনসভা হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা সম্পাদক শ্রীসত্যনারায়ণ চন্দ্র। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—দেশ আজ এক সংকটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। চারিদিকে দমন-পীড়ন নীতি শাসক কংগ্রেস চালাচ্ছে। তিনি বর্ত্তমান বেকারদের মোহগ্রস্ততা ও কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন। সর্বশেষে শ্রীচন্দ্র সকল শ্রেণীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। এ ছাড়া ভাষণ দেন জেরাত আলি, পরিচয় দাশগুপ্ত, শরদিন্দু ত্রিবেদী ও ইয়াদ আলি। সভায় সভাপতিত্ব করেন অনিল চক্রবর্ত্তী।

বিজ্ঞপ্তি : জঙ্গিপুর এস-ডি-ও'স্ অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটক আগামী ৬ই মে, ১৯৭৩ হইতে আরম্ভ হইবে। যে কোন সৌখিন নাট্য সংস্থা আবেদন করিতে সক্ষম। আবেদপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২৫শে এপ্রিল। নিয়মাবলীর জন্য সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন।

সম্পাদক, জঙ্গিপুর এস ডি-ও'স্ অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব।

ছাত্র-ছাত্রী পুরস্কৃত

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই এপ্রিল—গত ৯।৪।৭৩ ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে অরঙ্গাবাদ হিন্দু মিলন মন্দির উদ্বোধনের এক অনুষ্ঠানে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণী কলা বিভাগের ছাত্র শ্রীমান্ তরুণকান্তি কবিরাজ কবিতা আবৃত্তির জন্য প্রথম পুরস্কার লাভ করে। আদর্শ ছাত্র হিসাবে পুরস্কার পায় একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র শ্রীমান্ জগদীশ ঘোষ এবং আদর্শ ছাত্রীর পুরস্কার দেওয়া হয় রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের কুমারী মালবিকা মণ্ডলকে।

শিক্ষক চাই নইলে টি, সি চাই

নিমতিতা, ৮ই এপ্রিল—গত ৬ই ও ৭ই এপ্রিল নিমতিতা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাণিজ্য শাখার নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা শ্রেণী বয়কট করে এবং তারা সম্পাদকের নিকটে গিয়ে দাবী করে, অবিলম্বে বাণিজ্য শাখায় শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে নইলে আমাদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিতে হবে। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, ছাত্ররা বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে প্রধানতঃ বাণিজ্যিক-শাখায় শিক্ষক নিয়োগ, গংগা ভাঙ্গনে গৃহহারা ছাত্রদের বেতন মকুব, বিনা জরিমানায় বেতন গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে আগামী ৭ দিন অপেক্ষা করে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে বলে জানা গেছে। সম্পাদক মহাশয় প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি অবিলম্বে কি করতে পারেন তা দেখছেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকার স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে যাঁহারা সৈন্য বিভাগে স্বল্পকালীন (নন্ টেকনিক্যাল) অফিসার পদের জন্য আবেদন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের ক্ষেত্রে সার্ভিস কমিশন বোর্ড তিন বারের অধিক আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন না। ইতিমধ্যে যাঁহারা ১৭নং ব্যাচে দুই বা ততোধিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যদি তাঁহারা সকল বিষয়ে পারদর্শী থাকেন তাঁহাদিগকে আরও একবার পরীক্ষায় বসিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। ১৭নং ব্যাচের পূর্ব্ব যাঁহারা উপরোক্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে আরও দুইবার পরীক্ষায় বসিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।

পরলোকগমন

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই এপ্রিল—রঘুনাথগঞ্জ থানার পশই গ্রামের অন্যতম গ্রামবাসী বলরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গতকাল রাত্রে তাঁর রঘুনাথগঞ্জ বাসভবনে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র ও ছয় কন্যা রেখে গিয়েছেন। বলরামবাবু গ্রামের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

সরাইখানা প্রসঙ্গে

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ই এপ্রিল—সম্প্রতি এখানে অবস্থিত লালগোলার মহারাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় প্রতিষ্ঠিত সরাইখানা হতে বেআইনীভাবে বসবাসকারী লোকগুলোকে পুলিশ দিয়ে বের করে ঘরগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিছুদিন হতে শোনা যাচ্ছিল, এই ঘরগুলো রাতের আঁধারে বহু পাপ কাজে ব্যবহার হচ্ছিল। সেজন্য কর্তৃপক্ষের এ কাজে সকলেই খুশী হবেন। আমরা আশা করব কর্তৃপক্ষ এবার মহারাজের দানের মর্য্যাদা রক্ষা করবেন এবং বিধিবহির্ভূতভাবে যে তিনটি শিক্ষায়তন সরাইখানা ঘরে চালু রয়েছে এবং ম্যাকেঞ্জী পার্ক হলে যে অফিসারস্ ক্লাব রয়েছে সেগুলোকেও অন্যত্র সরাবার ব্যবস্থা করে যাতে মহারাজের শেষ ইচ্ছানুযায়ী সঠিক কাজে ব্যবহার হয় তার ব্যবস্থা করবেন।

গ্রামাঞ্চলে নিদারুণ অভাব

মির্জাপুর, ৯ই এপ্রিল - পর পর দু'বছর বন্যা এবং খরার পর গ্রামাঞ্চলের দুর্দশা চরম সীমায় পৌঁছেছে। সাধারণ মানুষ যারা দিন আনে দিন খায় তাদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। কোন কাজ নেই; এতটুকু বৃষ্টি নেই; আকাশে মেঘের লেশ-মাত্র নেই এখনও। তাই মাঠের চাষ-আবাদের কাজও একেবারে বন্ধ। ফলে বহু লোক অনাহারে থাকতে না পেরে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু ভিক্ষাই বা দেবে কে? জি, আর বিলি মুষ্টিমেয়, টি, আর স্কীম নেই বললেই চলে। মির্জাপুর-অনুপপুর নির্মীয়মান রাস্তাটিও বন্ধের মুখে; ফলে সাধারণ মজুর শ্রেণীর অনাহারে দিনাতিপাত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। নিদারুন অভাবের তাড়নাতেই মির্জাপুর অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে ব্যাপক চুরির হিড়িক পড়ে গেছে। সেদিন মির্জাপুরে নরেন সরকারের গোয়াল থেকে একটা দুগ্ধবতী গরু কে বা কারা খুলে নিয়ে গেল। আজও তার হদিস মেলেনি। বিভিন্ন গ্রাম থেকে বাসনপত্র, ঘটি বালতি এমন কি হাঁড়ি থেকে ভাত চুরির খবরও এসে পৌঁছেছে। মাঠ থেকে ফসল চুরির সংবাদও অনেক। এই সমস্ত কারণে গ্রামাঞ্চলের মানুষ নিদারুণ মানসিক অশান্তিতে কালাতিপাত করছেন। আমরা এ ব্যাপারে সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

টেণ্ডার নোটিশ

মুখ্য স্বাস্থ্যাধিকারিক মুর্শিদাবাদ, ১৯৭৩ সালের ১লা মে হইতে ১৯৭৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এই জেলায় সমস্ত প্রকার হাসপাতালে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। সমস্ত প্রকার খাদ্যদ্রব্য ৩ প্রকারে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ঠিকাদার মহাশয়কে অনুরোধ করা হইতেছে তাঁহারা টেণ্ডার দিবার সময় প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রতিটি খাদ্য বিভাগে পৃথক পৃথকভাবে শতকরা হিসাবের উল্লেখ করিবেন। বিশদ বিবরণসহ টেণ্ডার ফর্ম উক্ত অফিসারের অফিসে সপ্তাহের যে কোন কার্য্যদিনে বেলা ১১টা হইতে ২টার মধ্যে ১৭ই এপ্রিল তারিখ হইতে ১৯৭৩ সালের ১৯শে এপ্রিলের মধ্যে "২৩ মেডিক্যাল মিস্‌লেনিয়াস" এই খাতে ৫৲ টাকা ট্রেজারী চালানে জমা দিলে টেণ্ডার ফর্ম পাওয়া যাইবে।

উক্ত টেণ্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৪শে এপ্রিল বেলা ১১টা।

Memo No. 363(3) Inf/M Dt. 7-4-73

রাত্রির অন্ধকারে এলো, গেলো—কিন্তু...

সাগরদীঘি, ৩রা এপ্রিল—রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হওয়ার সাথে সাথেই কয়েকজন কুলিকে দেখা গেল চার বস্তা সিমেণ্ট মাথায় জনৈক গৃহস্থের বাড়ী লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে। দরজার কাছাকাছি এসেও পড়েছিল, কিন্তু বাধ সাধলেন প্রহরারত হোমগার্ড-বাহিনী। তাঁরা কুলিদের পথ রোধ করলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন যে বি, ডি, ও অফিস থেকে বস্তাগুলি একজন সরকারী কর্মচারীর নির্দেশেই নাকি আনা হয়েছে। হোমগার্ডের ফার্ষ্ট কম্যাণ্ডেণ্টের নির্দেশে বস্তাগুলি মাথায় করে কুলিরা হোমগার্ডবেষ্টিত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হল ব্লকে। উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক ঐ অর্দ্ধরাত্রেই খবর পেয়ে ঘুম ছেড়ে হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এলেন, পরীক্ষা করলেন ব্লকের ষ্টোররুম। সব ঠিক আছে, এ সিমেণ্ট তাঁর অফিসের নয়। তাহলে কোত্থেকে এবং কিভাবেই বা এলো। এ সিমেণ্ট কি তবে ব্লকের বিল্ডিং মেরামতির টেণ্ডার যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের? অগত্যা কোন সদুত্তর না পেয়ে তিনি বস্তাগুলি তাঁর হেফাজতেই রাখলেন।

ই ঘটনাঘটেছে গতকাল রাত্রে এই ব্লকেই। এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত আটক সিমেণ্টের কোন দাবীদার আসেননি। উদ্‌গ্রীব জনসাধারণ এই রহস্যের কিনারার খবর জানতে পারবেন তো?

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য্য কারণবশতঃ আগামী সপ্তাহে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' প্রকাশনা বন্ধ থাকবে। পরবর্তী সংখ্যা ২৫শে এপ্রিল প্রকাশিত হবে। —প্রকাশক, জঙ্গিপুর সংবাদ

শহরে চুরি

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই এপ্রিল—কিছুদিন হতে স্থানীয় শহরে ব্যাপকভাবে চুরি দেখা দিয়েছে। এমন কি এক রাত্রে একাধিক বাড়িতেও চুরি হচ্ছে। শহরবাসী দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে রাত্রিযাপন করছেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই বেপরোয়া চুরি বন্ধে অপারগ কেন?

পরীক্ষা কক্ষের নেপথ্যে—২

ফরাক্কা—বিলম্বে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, গত বছরের মত এবারও ফরাক্কা ব্যারেজ উঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। প্রথম দু'দিন স্থানীয় সুপারইনটেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার পরীক্ষা কেন্দ্রের অফিসার ইন্‌চার্জ ছিলেন। দ্বিতীয় দিন তিনি তিনজন পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বন করার জন্য পরীক্ষাগৃহ হতে বহিষ্কার করেন ফলে অন্যান্য পরীক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে পরীক্ষা বর্জন করার চেষ্টা করে। কিন্তু জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসকের হস্তক্ষেপের ফলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পরে দ্বিতীয়ার্দ্ধের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ দিন ফরাক্কা ব্যারেজ বিদ্যালয়ের কর্তব্যরত শিক্ষকগণ পরীক্ষা কক্ষে কঠোর নীতি গ্রহণ করায় অন্যান্য বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং সন্ধ্যায় তারা ব্যারেজ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষকের বাড়ী ঘেরাও করে এবং পরীক্ষা কক্ষে ব্যারেজ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যাতে ইন্‌ভিজিলেশন হতে বিরত থাকেন তার দাবী জানায়। স্থানীয় চাপে পরীক্ষা কেন্দ্রের অফিসার ইন্‌চার্জ ডি, এন, রাও, ব্যারেজ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকগণ পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুপস্থিত থাকেন। ফলে পরীক্ষাকেন্দ্রে বেপরোয়াভাবে টুকাটুকি চলে। সেই সময় পরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করেন ফরাক্কা ব্যারেজ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডি, পি, রায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে ছাত্ররা উক্ত প্রধান শিক্ষকের বদলীর বিরুদ্ধে স্কুলে দু'দিন ধর্মঘট পালন করে।

১ম পৃষ্ঠার পর, [**কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রসার অভিযান**]

এস, আই, এস, আই সংস্থা সুযোগদানে ব্যর্থ হচ্ছেন। চাকরীর ইণ্টারভিউ-এর ক্ষেত্রেও তাঁরা দূরত্ব এবং অর্থের অভাবে যোগ দিতে পারছেন না। মফঃস্বল এলাকায় একটি করে ইণ্টারভিউ গ্রহণ কেন্দ্র খুলতে হবে। শিক্ষিত যুবকদের প্রয়োজনীয় কারীগরি শিক্ষাদানে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করতে হবে। তা না হলে আন্দোলনের মাধ্যমে বৃহদায়তন শিল্পের ভিত নড়িয়ে দেওয়া হবে এবং চক্রান্তকারীদের কালো হাত গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। তাছাড়াও এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন জেলা-শাসক শ্রীরথীন দে।

আজ ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক মুন ম্যানুফ্যাকচারীং কোম্পানীকে ১৩ হাজার টাকা এবং ষ্টেট ব্যাঙ্ক মেসার্স এ, পি, প্রোডাক্টস লিমিটেডকে ৪৫ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করেন। ইউ, বি, আই ইতিপূর্বে এই জেলায় শিল্প সম্প্রসারণের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছেন। শিল্পে অনুন্নত এই জেলা এই ধরণের আন্দোলনের মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করুক সকলে এই কামনাই করেন।

জঙ্গিপুর মহকুমা বন্‌ধ

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই এপ্রিল—সরকারের নিষ্ক্রিয়তা-মৌনতার প্রতিবাদে ও পীড়িত-দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসন ও ভাঙ্গন প্রতিরোধের দাবীতে কংগ্রেস পরিচালিত জঙ্গিপুর মহকুমা গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন কমিটি আগামী ১৮ই এপ্রিল জঙ্গিপুর মহকুমা (সাগরদীঘি থানা বাদে) বন্‌ধ এর ডাক দিয়েছেন।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

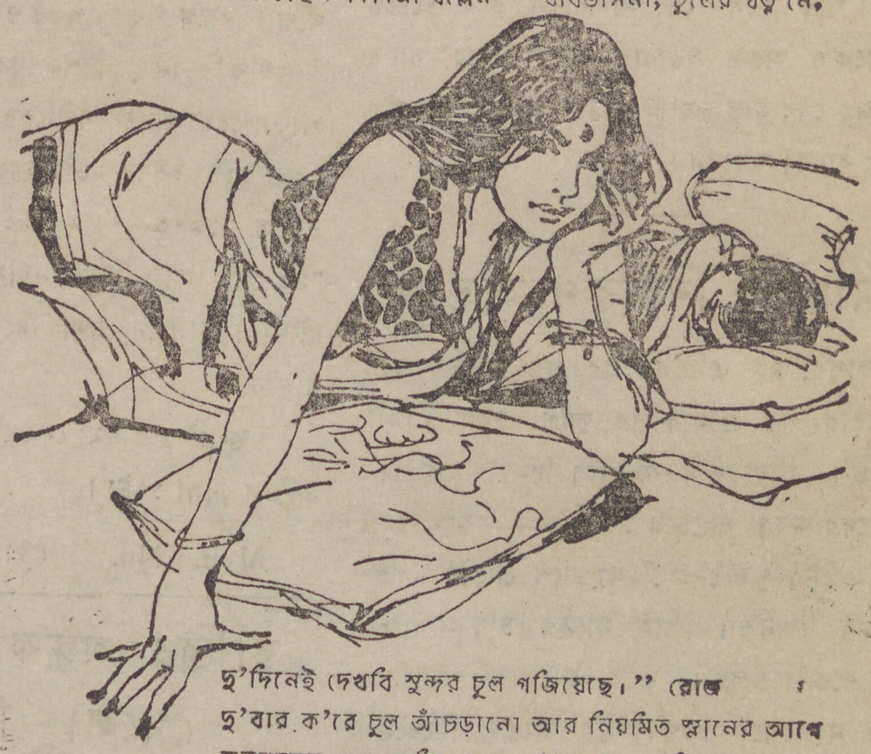

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত